

## বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২৬ এপ্রিল ২০১২

## World Intellectual Property Day 26 April 2012

Department of Patents, Designs and Trademarks

**Ministry of Industries** Copyright Office, Ministry of Cultural Affairs

Intellectual Property Association of Bangladesh (IPAB)





রাষ্ট্রপতি গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ ঢাকা।

১৩ বৈশাখ ১৪১৯ ২৬ এপ্রিল ২০১২



বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

দেশের উনুয়ন সাধনে মেধা সৃষ্টি, লালন, সুরক্ষা ও যাথ্যথ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক মানুষ নিজস্ব সত্তা, মেধা ও জ্ঞানের অধিকারী। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনে মেধার সঠিক প্রয়োগ করে উনুতির চরম শিখরে আরোহন করা সম্ভব। ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে মানব জাতিকে এগিয়ে নিতে মানুষ ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Visionary Innovators' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। বর্তমান সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে মেধাসম্পদ সূজন ও মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মেধার বিকাশ ও যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই দেশের উনুয়ন ত্বান্বিত হবে। মেধার উৎকর্ষ ও সমন্বিত প্রয়োগে বাংলাদেশ জ্ঞানে-গুণে-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১২' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

10/52 WA মোঃ জিলুর রহমান





এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্বায়নের এ যুগে উন্নত বিশ্বের মতই বাংলাদেশে ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১২ উদযাপ্রিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মেধা সম্পদের ক্রমাগত বিকাশের লক্ষ্যে যেমন প্রয়োজন সৃষ্টিশীল উদ্ভাবকের খোঁজে প্রজন্মকে জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে আগ্রহী করে গড়ে তোলা, তেমনি প্রয়োজন সেই মেধাসম্পদের প্রায়োগিক দিকের প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া। WIPO এর আহ্বানকৃত বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Visionary Innovators" আমার নিকট সময়োপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

বর্তমান সরকারের "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি ডিজিটাল রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে। এক্ষেত্রে সকল সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনারই যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করারু পাশাপাশি সৃষ্টিশীলুতাকে আরো বেশ্রী উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। এর ফলে একজন সৃষ্টিশীল উদ্ভাবক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণাধর্মী বিষয়গুলোকে আরো বেশী প্রাধান্য দিতে উৎসাহিত হবে এবং দেশের মেধাসম্পদ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। দেশে ক্রমাগতভাবে তৈরী হবে মেধাসম্পদ ভিত্তিক অনুকূল পরিবেশ। দিবসটির গৃহীত কর্মসূচী মেধাসম্পদ সূজন ও সুংরক্ষণে গণ সচেতনতা সৃষ্টিতে যথৈষ্ট সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। এজন্য সরকারের পাশাপাশি সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

দিবসটি উদযাপনে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১২ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

A (BEALEVB

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খলকার, বীর উত্তম





দিলীপ বড়য়া শিল্প মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ ২৬ এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

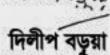
প্রতি বছরের মতো এবারও "বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১২" বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশে মেধাসম্পদের সৃষ্টি, বিকাশ, সংরক্ষণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ২৬ এপ্রিল দিবুসটি উদ্যাপন যথেষ্ট্র তাৎপর্যপূর্ণ। এ মহতী উদ্যোগের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল।

জ্ঞানভিত্তিক ও শিল্পসমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে মেধাসম্পদের কার্যকর প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের শিল্পোনুত জাতিগুলো মেধার যথাযথ লালন ও পরিচর্যার মাধ্যমে পরিশীলিত সমাজ বিনির্মাণে সক্ষম হয়েছে। বিলম্বে হলেও বাংলাদেশ মেধাসম্পদের মালিকানা সংরক্ষণ ও বিকাশে আইনি কাঠামো জোরদার করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এ প্রচেষ্টো সহায়ক

মেধার মৃশ্যায়ন ছাড়া মেধাবী জাতি গড়ে ওঠে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হলে, মেধা ও সৃজনশীল চিন্তার কদর করতে হবে। প্রগতিশীল চিন্তা ও উদ্ভাবনের দ্য়ার অবারিত করে সৃজনশীলতাকে উৎসাই দিতে হবে। এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Visionary Innovators' বা 'স্বাপ্লিক উদ্ভাবক' এ বাস্তবতাকেই সমর্থন করছে। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সুজনশীল চিন্তার প্রসার ঘটবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন উদ্ভাবন যুক্ত হবে। বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদস্যভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের যোগ্য অংশীদার, উত্তরাধিকার ও সুফলভোগী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়ে আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত মহাজোট সরকারের অন্যত্ম রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০এ মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও বিকাশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মেধাসম্পদের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়ন প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে সুফল হবে। এক্ষেত্রে আমি সরকারের পাশাপাশি দেশের সকল বিজ্ঞানী, গবেষক, উদ্ভাবক, প্রযুক্তিবিদ ও শিল্পোদ্যোক্তাকে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি। Falmy







সচিব শিল্প মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ ২৬ এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা'র (WIPO) আহ্বানে ২৬ এপ্রিল, ২০১২ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। একই সাথে আমি গর্বিত যে শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর অন্যান্যবারের মূত এবারও দিবসটি উদুযাপনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বায়নের এ যুগে মেধাসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। মেধাসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবনকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বাস্তবতা ও সময়ের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের সৃষ্টিশীলতাকে এপিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা জানি, প্রত্যেক যুগান্তকারী উদ্ভাবনের অন্তরালে কোন মহৎ ব্যক্তির প্রতিভা, অন্তর্দৃষ্টি, অনুসন্ধিৎসু মন এবং দৃঢ় সংকল্প কাজ করে। এ বছরের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়- "Visionary Innovators"। মানবজাতির সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ প্রতিকৃলতাকে মোকাবেলার লক্ষ্যে পরিবেশ ও জনবান্ধর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

বর্তমান বিশ্বের আর্থ সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে LDC ভূক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবৃদ্ধির জন্য মেধাস্বত্ত্বের অনুপ্রেরণা ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়েজিন টেকসই মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা। বর্তমান সরকার এই বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দিয়ে Intellectual Property Rights (IPR) সংক্রান্ত কার্যক্রম Digital পদ্ধতিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেশন করতে বহুমূখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে মেধাসম্পদ সংক্রান্ত দেশের প্রচলিত আইন ও বিধির আধুনিকায়ন চূড়ান্ত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মৈধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি মেধাসম্পদ দিবস-২০১২ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী



## INTELLECTUAL PROPERTY (IP) **SYSTEM IN BANGLADESH**

B.M.Kamal Registrar (Joint Secretary), Department of Patents, Designs and Irademarks (DIDI)

Today is World Intellectual Property (IP) Day. In a message on World IP Day, Director General, Dr. Francis Gurry from WIPO has mentioned that this year theme of World IP Day is visionary innovators - people whose innovations transform our lives. Their impact is enormous. They can, at times, change the way society operates. Behind every great innovation, either artistic or technological, is a human story - a tale in which new pathways open as a result of the curiosity, insight or determination of individuals. World IP Day celebrates the invaluable contributions made by innovators and creators across the globe (www.wipo.int).184 member countries of WIPO (World Intellectual Property Organization) are observing the day in different manners. Bangladesh is celebrating World IP day in a befitting way by organizing a seminar at Pan Pacific Sonargaon Hotel. If we look around us then we can recognize that a number of things that we use everyday are somehow protected as IP. IP is the most important part of our daily lives that makes our life more convenient. Although the history of IP in Bangladesh is old and we have century old IP laws like, Patent and Designs Act, 1911 but due to lack of public awareness about IP, the IPR system could not be reformed strong enough in Bangladesh. But the present government has given more importance in this regards and accordingly the old IP laws are being upgraded and modernized to comply the requirements of the TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement. Several new draft laws relating to new area of IP have already been formulated, which are under process for approval. Some of those IP related laws and IP infrastructure are mentioned below in brief: 2. Historical background of IP Laws in Bangladesh:

(i) The first Act relating to patent was passed in India in 1856 (Act vi of 1856), which granted certain exclusive privileges to inventors of new manufactures for a period of 14 years. In 1859, the Act was amended. Patent monopolies were called 'exclusive privilege' under that Act. In 1872, the Patents and Designs Protection Act was passed followed by the Protection of Inventions Act of 1883. These Acts were consolidated by the Inventions and Designs Act, 1888. Subsequently the Indian Patents and Designs Act, 1911 (Act II of 1911) was passed by replacing all the previous Acts. From time to time, various amendments of this Act were made during the period from 1911 to date. In 1933, the Patents and Designs Rules were framed. (ii) In India, Merchandise Marks Act, 1889 (Act iv of 1889) was in force for dealing with marks.

Then the Trademarks Act, 1940 was formulated as the first law on trademarks. Trademarks Rules was first framed in 1942 and was amended in 1963. On 14 February, 2008, Trademarks Ordinance was promulgated, complying with the requirements of the TRIPS agreement, during the period of the Caretaker Government of Bangladesh.

(iii) In 1912, the Copyright Act was passed in this sub-continent. In 1962 it was repealed. The Copyright Act was passed in the light of TRIPS agreement and Berne Convention in 2000. In 2005 it was further amended to incorporate stringent provisions relating to digital era and computer software. The Copyright Rules, 1967 was revised in 2006. 3. IP infrastructure in Bangladesh:

(i) Before 1989, the Patents Office and the Trademarks Registry office were functioning separately under the Ministry of Commerce. In 1989, these two offices were amalgamated and the Department of Patents, Designs, and Trademarks (DPDT) was formed and placed under the Ministry of Industries, but they were functioning separately up-to 2003, until amendment of relevant sections of concerned laws. The head of DPDT is called the Registrar. It's head office is located in the building of the Ministry of Industries (MOI), 91, Motijheel C/A, Dhaka.

(ii) The Copyright Office was all along under the Ministry of Cultural Affairs. It deals with copyrights and related rights. The head of the office is called the Registrar of Copyrights. Moreover, several Ministries are directly or indirectly involved in different types of activities relating to Intellectual Property Rights protection, management and its enforcement. 4. About DPDT:

(i) the DPDT grants patents for new inventions in any field of technology and renews patents according to the provisions of the Patents and Designs Act, 1911.

(ii) it also registers and renews industrial designs for ornamentation and outer shape and configurations of new and original industrial products in accordance with the provisions of the Patents and Designs Act, 1911 and Rules there under.

(iii) the DPDT registers and renews trademarks of industrial products to distinguish one product from another as well as facilitate the commercial use of such products in accordance with the provisions of the Trademarks Act, 2009. (iv) the DPDT carries out its activities through 04 wings, namely Admin & Finance Wing,

Trademarks Wing, WTO Wing and Patents & Designs Wing under the administrative control of the Ministry of Industries. Total manpower of DPDT is 113 (officers = 47, staff = 66) 5. Trend of filing Patents, Industrial Designs & Trademarks applications in DPDT:

Year	Patents	Industrial Designs	Trademarks
2007	299	824	8232
2008	338	511	9221
2009	330	992	8771
2010	342	896	10231
2011	306	1297	11645

ig from the Patents, Industrial Designs & Trademarks applications:

revenue carning from the ratents, muustriai Desig		
Year	Revenue Earning (in Tk.)	
2001	69,93,000	
2006	1,44,17,000	
2011	6,14,17,000	

7. Present status of IP legal framework:

Since the present government has given more importance on IP, the DPDT has made some developments with the reforms in the legal framework:

(i) The Trademarks Act, 2009 has been enacted replacing the previous one to comply with the TRIPS obligation. The Trademark Rules is complete and yet to be vetted by the Ministry of Law and Parliamentary Affairs. (ii) The Geographical Indications Act has been completed and it is under process to be placed before the Parliament after complying with all the formalities.

(iii) The draft Industrial designs Act, 2012 has been completed and referred to the Ministry of

(iv) The DPDT has completed the new draft of the Patents Act, 2012 to replace the Patents & Designs Act, 1911 aiming at complying with the requirements of the TRIPS Agreement.

8. Automation Status of DPDT: (i) in order to strengthen the capacity and automize the activities of the DPDT, a separate IT Unit has

been set up with IT professionals. (ii) for automation of the DPDT work process, bibliographic data of patents and industrial designs

have been captured under the WIPO IPR project. (iii) WIPO is also going to provide the IPAS software for DPDT automation. (iv) a website of the DPDT at the address www.dpdt.gov.bd is open and necessary forms and

information is available at the website. The website will be updated soon to make it interactive. 9. Membership of Bangladesh in International IP Treaties and Agreement at present: Bangladesh is a signatory to some treaties on IP, but not a member of all the treaties. The present

status of such membership is given below: (i) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works signed on May 4, 1999. (ii) Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), signed on January 1, 1995

(iii) World Trade Organization (WTO)- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)(1994), signed on January 1, 1995

(iv) The Paris Convention for the Protection of Industrial Property signed on March 3, 1991.

(v) Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), signed on May 11, 1985 (vi) Universal Copyright Convention signed on August 5, 1975. 10. Vision of the DPDT:

The DPDT has set its vision to turn it into world class IP office by the year 2021.

In order to materialize the vision DPDT has detailed out its missionary activities which include among other things:-· to put in place an exhaustive and broad based IP Policy and Strategy,

to join international treaties like Patent Cooperation Treaty (PCT), Trademark Law Treaty (TLT), Patent

• to establish Technology Information Service Center (TISC), facilitating more IP information among the people, · to establish a full-fledged IP Training Institute,

• to modernize and update the existing IP Laws and Rules to comply with the TRIPS Agreement, to enact new Laws and Rules concerning IPR, • to attain operationally full automation system including interactive website facilitating on-line

application and e-payment, to generate data base of patents, industrial designs and trademarks and to manage IP data base accordingly, • to build up linkages among the inventors, innovators, business community, educational and R &D

institutions and IP end users to encourage innovation and creativity, · to develop the capacity of the DPDT that much as required for world class IP office,

 to develop the connectivity of the DPDT with the IP institutions across the globe, to facilitate IP enforcement to attract FDI (Foreign Direct Investment),

 to facilitate technology transfer for industrial development. 12. The followings are essential for strengthening the DPDT:

1. The Geographical Indication Rules is yet to be drafted. The Trade secret Act and the Utility Model Law are

2. Enactment of the Patents Act and Industrial designs Act will lead to preparing Patents Rules and Industrial A full- fledged IP Training Institute is the top priority of the DPDT.

4. A piece of land has been allotted for the DPDT for constructing office building. A multistoried building can be constructed over there where a floor can be earmarked for IP Training Institute. 5. Record rooms of the DPDT are not well structured and IP records are not being maintained in the proper way. Modernization, renovation and digitization of the record rooms of the DPDT are the prime needs.

6. To run the automation system of the DPDT the following instruments are needed for the first phase-45 PCs, 01 application & database server, 01 file server, 01 backup server, 01 WEB server, 03 network heavy duty laser printers, 03 heavy duty network scanners, necessary software licenses, an ICT security facility.

7. To train up the DPDT officials for capacity building.

• to retain highly skilled and experienced manpower in the DPDT is really a challenge. · poor salary structure and no provision of incentives instigate the experienced and highly skilled examiners to

 long and time consuming procedures for recruiting examiners frustrate the activities of the DPDT. • as per Recruitment Rules the DPDT has no authority to recruit 1st class & 2nd class officials, such recruitment is

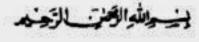
 DPDT has no budgetary provision to impart training to the officials, nor any provision to send officers abroad for higher studies.

these are the bottlenecks for improving the performance of the DPDT.

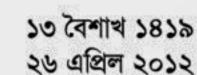
 poor budgetary allocation to meet the contingency expenditure. no budgetary allocation for awareness building activity.

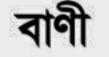
awareness building is very important aspect to promote innovation and creativity.





প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





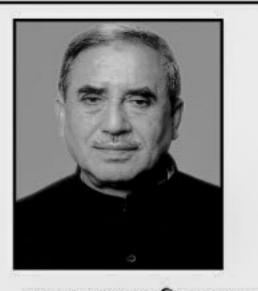
বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল ২০১২ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি দেশের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকসহ সূজনশীল কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

এ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Visionary Innovators' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। মানবকল্যাণ ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার চলমান বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য মেধাস্বত্ব সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইনগুলোকে আধুনিকায়ন এবং প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করছে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জ্ঞান ও মেধার সর্বোচ্চ চর্চার মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে আমি দেশের সকল সূজনশীল নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে দিবসটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১২ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। শৈখ হাসিনা





আবুল কালাম আজাদ, এমপি তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মেধা ও মননের বিকাশ এবং তা সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি জাতির সভ্যতার প্রকৃত বিকাশ ও

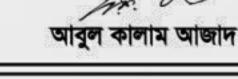
এপ্রিল সারাবিশ্বে মেধাসম্পদ দিবস পালিত হয়ে আসছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Visionary Innovators" খুবই সময়োপযোগী, প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। একজন উদ্ভাবকের স্বপু, সাধনা তথা রূপকল্পের বাস্তব দিক হচ্ছে তার আবিষ্কার এবং এ আবিষ্কারের মাধ্যমেই আজ আমরা সভ্যতার এই স্তরে পৌছেছি। তাই উদ্ভাবকের মেধা, উদ্ভাবন শক্তি ও সৃষ্টিশীলতার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ অতীব জরুরি। বাংলাদেশেও ১২তম 'বিশ্ব মেধাসম্পদ' দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আয়োজকসহ

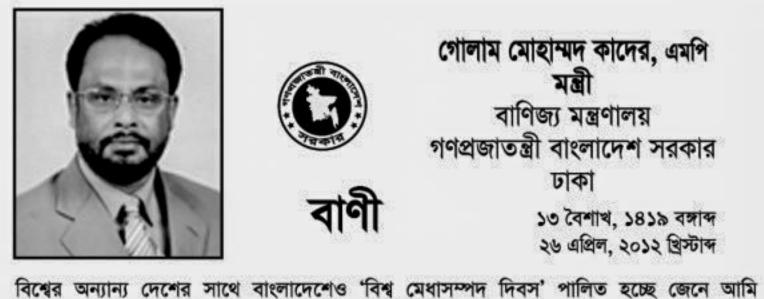
আর্থসামাজিক উনুয়ন সম্ভব। এ বিশেষ দিককে মেধাসম্পদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে প্রতিবছর ২৬

সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। তাঁদের গৃহীত কর্মসূচি মেধাসম্পদের বিকাশ ও সংরক্ষণে এবং জনমত সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

আমি 'বিশ্ব মেদাসম্পদ দিবস' -২০১২ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।







বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

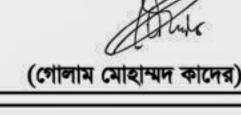
গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এমপি

১৩ বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ ২৬ এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

আনন্দিত। এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Visionary Innovators'-অত্যন্ত সময়োপযোগী ও অর্থপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়। জাগতিক সম্পদের মধ্যে মেধাসম্পদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সত্যিকার উন্নয়নে মেধাসম্পদ সৃষ্টি, আহরণ ও বিপণনের কোন বিকল্প নেই। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে মেধাসম্পদের বিকাশ ত্বান্বিত করা প্রয়োজন। বিশ্ব

বাণিজ্যসূচকে বাংলাদেশের অবস্থান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের মেধাসম্পদ উনুয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস- ২০১২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।







**World Intellectual Property** Organization (WIPO)

Message from Director General Francis Gurry
World Intellectual Property Day - April 26, 2012
World Intellectual Property Day is an opportunity to celebrate the contribution that intellectual property makes to innovation and cultural creation - and the immense good that these two social phenomena bring to the world.

It is an opportunity to create greater understanding about the role of intellectual property as a balancing mechanism between the competing interests which surround innovation and cultural creation: the interests of the individual creator and those of receiving the letterests of the producer and those of the consumer, the interest in encouraging innovation and those of society; the interests of the producer and those of the consumer; the interest in encouraging innovation and

creation, and the interest in sharing the benefits that derive from them.

This year the theme of World IP Day is visionary innovators – people whose innovations transform our lives. Their impact This year the theme of World IP Day is visionary innovators – people whose innovations transform our lives. Their impact is enormous. They can, at times, change the way society operates.

Take the Chinese innovator, Cai Lun. He laid the foundations for the manufacturing of paper - a technology that transformed everything, because it enabled the recording of knowledge. Then there was the invention of moveable type. This was taken up in Europe by Johannes Gutenberg with his invention of the printing press, which in turn enabled the dissemination and democratization of knowledge. In our own lifetimes we have witnessed the migration of content to digital format, and the great distributional power for creative works that has been brought about by the Internet and the development of the World Wide Web – for whom we have to thank, among others, Tim Berners Lee.

Behind many extraordinary innovations there are extraordinary human stories. At a time when there were few female scientists, Marie Curie Sklodowska had to struggle to establish herself as a scientist in her own right as opposed to the wife of a scientist. She also struggled as an immigrant working in another community. Her desire to understand led to the fundamental discoveries for which she was awarded two Nobel prizes in two separate disciplines - in physics and in

chemistry - the only person ever to have achieved this In the arts, innovation revolves around new ways of seeing things. A visionary artist or a composer or a writer is able to show us a different way, a new way of looking at the world. Bob Dylan, for example: he captured what was in the air and transformed several genres of music, essentially bending the genres of folk and rock music. Or consider architects – like Zaha Hadid or Norman Foster - who are transforming urban landscapes, and beautifying our existence in new ways, while at the same time taking into account the need to preserve the environment.

human species that we are in now. Yet inventions or innovations - in the health field for example - are of relatively little value to society unless they can be used and shared. This is the great policy dilemma. On the one hand, the cost of innovation in modern medicine is enormous. On the other hand, the need for compassion, and the need for sharing useful I believe we should look upon intellectual property as an empowering mechanism to address these challenges.

But we have to get the balances right, and that is why it is so important to talk about intellectual property. On this World Intellectual Property Day I would encourage young people in particular to join in the discussion, because intellectual property is, by definition, about change, about the new. It is about achieving the transformations that we want to achieve in society.

We are dependent upon innovation to move forward. Without innovation we would remain in the same condition as a

Francis Gurry



SUCCESS AND RESPONSIBILITY GO TOGETHER